প্রধান মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির নিদর্শন সম্বলিত নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান। যে কারণে জাদুঘর মিলনায়তন অন্যান্য মিলনায়তনের মত বাণিজ্যিকভিত্তিতে ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয় না।

১. **নিম্নরূপ ক্ষেত্রে ও শর্তে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া যাবে:**

ক) বিশিষ্ট পন্ডিত, গবেষক ও বিদগ্ধজনের লিখিত গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান।

খ) বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

গ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণমূলক চলচ্চিত্র ও স্লাইড প্রদর্শন।

ঘ) প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

ঙ) লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান (ব্যান্ড শো ব্যতীত)।

চ) জাদুঘরের কাজের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।

ছ) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ ধরনের সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।

জ) নিবন্ধনকৃত সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমিতি কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা, বৃত্তি প্রদান, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, অরাজনৈতিক আলোচনাসভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম তবে

১) সরকার প্রদত্ত পুরস্কার, সম্মাননা বা পদকের অনুরূপ নাম, মূল নামে অথবা বাংলা অথবা ইংরেজিতে অনুবাদের মাধ্যমে যেভাবেই হোক না কেন, ব্যবহার করা যাবে না।

২) পুরস্কার, সম্মাননা বা পদকের নাম নির্ধারনের ক্ষেত্রে-

(অ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক নাম অনুমোদন করাতে হবে এবং

(আ) অনুমোদিত নামের অংশ হিসাবে পুরস্কার, সম্মাননা বা পদক প্রদানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাক্তি বা সংস্থার নাম আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ঝ) রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান বা অন্য কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান যা আমাদের লোকজ শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধারণ করে সেরুপ অনুষ্ঠান।

ঞ) সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির অধীন বা অন্য কোনভাবে সরকারী অনুমোদন-সাপেক্ষে বিদেশী দূতাবাস/ সংস্থা কর্তৃক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।

ট) সরকারের যথাযথ অনাপত্তি/ অনুমতিপত্র জাদুঘর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল সাপেক্ষে পূর্ণদৈর্ঘ্য বা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বা অনুরূপ চলচ্চিত্র প্রদর্শন বিষয়ক অনুষ্ঠান।

২. **মিলনায়তন ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা নিজেদের অর্থ, সম্পদ, যন্ত্র সকল কিছুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাসহ জাদুঘরের সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষার দায়িত্ব বরাদ্দ গ্রহীতার উপর বর্তাবে। তাই বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ বাধ্যতামূলক:**

ক) অনুষ্ঠান দ্বারা সরকারের ভাবমূর্তি, কোন ধর্মবিশ্বাস বা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত হানা যাবে না।

খ) কোনরুপ রান্না করা খাবার বা খাবার প্যাকেট পরিবেশন বা বিতরণ, প্যান্ডেল কিংবা ছাউনি তৈরি করা যাবে না।

গ) ব্যান্ড শো আয়োজন বা ড্রামস সেট আনয়ন কিংবা অতি উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করা যাবে না।

ঘ) সাধারণ সম্মেলন/ সভা/ নির্বাচন/ অভিষেক/ ঈদ পূর্ণমিলনী/ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বা অনুরুপ অনুষ্ঠান করা যাবে না।

ঙ) কোন রাজনৈতিক দল বা এর অঙ্গ সংগঠন কর্তৃক মিলনায়তন ব্যবহার করা যাবে না।

চ) রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিতর্কমূলক আলোচনা, অশালীন সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় বা ধারা বর্ণনা করা যাবে না।

ছ) সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ব্যতীত অনুষ্ঠানে বিদেশী নাগরিক অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ।

জ) প্রচলিত উৎসব, মেলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিবাহ অনুষ্ঠান বা অনুরূপ অনুষ্ঠান করা যাবে না।

ঝ) নবীনবরণ বা অভিষেক অনুষ্ঠান, বিদায় অনুষ্ঠান বা অনুরূপ অনুষ্ঠান করা যাবে না।

ঞ) মিলনায়তন ও তৎসংলগ্ন লবি, শুটিং স্পট হিসেবে ব্যবহার কিংবা ফ্যাশন শো, চ্যারিটি শো, বিউটি কনটেস্ট বা অনুরূপ অনুষ্ঠান করা যাবে না।

ট) মিলনায়তন বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ধূমপান, প্রদীপ (যে উদ্দেশ্যে হোক না কেন) প্রজ্জ্বলন, মোমবাতি জ্বালানো বা অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না।

ঠ) মিলনায়তনের স্টেজ, দেয়াল কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থান বা আসবাবপত্রে পেরেক, কাঁটা বা আঠা ব্যবহার করা যাবে না।

ড) কোন টিকেট বিক্রয় করা যাবে না এবং এই উদ্দেশ্যে কোন বিজ্ঞাপনও প্রচার করা যাবে না।

ণ) অনুষ্ঠানে আনিত মালামাল নিজ দায়িত্বে মিলনায়তনে প্রবেশ করাতে হবে ও অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর নিজ দায়িত্বে মিলনায়তন হতে সরিয়ে নিতে হবে এবং সরিয়ে নেয়ার পূর্বে নিরাপত্তা প্রধানের প্রত্যয়ন ও অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ত) পোস্টার, ব্যানার বা অনুরূপ প্রচার সামগ্রী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও লাগানো যাবে না।

থ) কোন ব্যক্তি/ সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত মিলনায়তন অন্য কোন ব্যক্তি সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার করা যাবে না।

দ) বরাদ্দ গ্রহীতা বা আমন্ত্রিত অতিথি সকলেই নিজে বা তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র নিরাপত্তা চেকের আওতাধীন হবে।

৩. মিলনায়তন ব্যবহারের সময়সূচি:

ক) সকাল শিফট: সকাল ১০.৩০ ঘটিকা থেকে দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত

খ) বিকাল শিফট: বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা থেকে রাত ০৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত

গ) পূর্ণ দিবস: সকাল ১০.৩০ ঘটিকা থেকে রাত ০৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত

ঘ) বৃহস্পতিবার, শুক্রবার (সকাল শিফট) ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন মিলনায়তন বন্ধ থাকে (জাদুঘর কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)।

৪. আবেদনের সময়সীমা:

মিলনায়তন বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনের সময় থেকে অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ (পনের)। দিন ব্যবধান রেখে চলতি মাসসহ ৩(তিন) মাস পর্যন্ত অগ্রীম বরাদ্দ দেয়া যাবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন এমন অনুষ্ঠান, সরকারী অনুষ্ঠান বা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব অনুষ্ঠান, প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান বা জাদুঘরের মহাপরিচালক বা সচিবের নির্দেশনার ক্ষেত্রে এ অনুচ্ছেদের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

৫. আবেদনের পদ্ধতি, আবেদন ফি, জামানত এবং অনুষঙ্গিক নিয়মাবলী:

ক) মিলনায়তন বরাদ্দের নির্দিষ্ট আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে এবং জামানতের ধার্যকৃত অর্থ (সাধারণ কার্যদিবসে প্রতি শিফটের জন্য ১৬,০০০/- টাকা, পূর্ণ দিবসের জন্য ১১.০০০/- টাকা এবং ছুটির দিন প্রতি শিফটের জন্য ২৩,০০০/- টাকা, পূর্ণ দিবসের জন্য ১৭,০০০/- টাকা) আবেদন ফি হিসেবে, জাদুঘরের হিসাব শাখায় নগদ পরিশোধপূর্বক আবেদন করতে হবে। মৌখিকভাবে বা আবেদন ফি হিসেবে জামানত জমাদান ছাড়া মিলনায়তন বুকিং দেয়া যাবে না। বিশেষ বিবেচনায় মহাপরিচালকের নির্দেশনা সাপেক্ষ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

খ) মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বরাদ্দ চূড়ান্ত হলে বরাদ্দপত্র জারী করা হবে।

গ) আয়োজক সংস্থা বরাদ্দ বাতিল করলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে

ঘ) আয়োজক সংস্থা অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন (মিলনায়তন খালি থাকা বা হওয়া সাপেক্ষে) করতে চাইলে পুনরায় আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে (বা বিশেষ ক্ষেত্রে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে) জমাকৃত জামানতের সমপরিমান অর্থ (অফেরতযোগ্য) তারিখ পরিবর্তন বাবদ পুনরায় পরিশোধপূর্বক অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের ৭ (সাত) দিন পূর্বে আবেদন জানাতে পারবে। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের (অনুষ্ঠানের প্রস্তাবিত তারিখ) ৭ (সাত) দিনের কম সময়ে অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করতে চাইলে (মিলনায়তন খালি থাকা বা হওয়া সাপেক্ষে) জামানতের দ্বিগুণ পরিমান অর্থ (অফেরতযোগ্য) তারিখ পরিবর্তন বাবদ জমাদান করতে হবে।

ঙ) বরাদ্দ গ্রহীতার এখতিয়ার বর্হিভূত দৈব-দুর্বিপাক, রাজনৈতিক বা সামাজিক অচলাবস্থার কারণে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ও বরাদ্দগ্রহীতার পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পূর্বে জমাকৃত অর্থ সমন্বয় এবং অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় পরিবর্তন করা যাবে।

৬. ভাড়া ও অনুষঙ্গিক অর্থ জমা প্রদানের পদ্ধতি:

অনুষ্ঠানের ৭ (সাত) দিন পূর্বে বা বিশেষ ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মিলনায়তন ভাড়া ও অন্যান্য অনুষঙ্গিক অর্থ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অনুকলে ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডারের মাধ্যমে অথবা নগদে জাতীয় জাদুঘর হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত অর্থ জমা না করলে বরাদ্দ বাতিল ও আবেদন ফি বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।

৭. মিলনায়তন ভাড়ার হার নিম্নরূপ হবে যা নির্ধরিত ভ্যাটসহ অগ্রীম প্রদেয়। তবে সময়ে সময়ে এই ভাড়া বৃদ্ধি হলে বর্ধিত অর্থই হবে নির্ধারিত ভাড়া:

শিফটের বিবরণ	ভাড়া ভ্যাটসহ	জামানত	জরিমানা
সাধারণ কার্যদিবসে প্রতি শিফট (শনি থেকে বুধ)	৪০,০০০/-	১৬,০০০/-	প্রতিঘন্টা ভ্যাট সহ ৮,০০০/
সাধারণ কার্যদিবসে পূর্ণ দিবস (শনি থেকে বুধ)	৫৫,০০০/-	১১,০০০/-	প্রতিঘন্টা ভ্যাট সহ ৫,৫০০/-
ছুটির দিনে প্রতি শিফট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৫৮,০০০/-	২৩,০০০/-	প্রতিঘন্টা ভ্যাট সহ ১১,৫০০/-
ছুটির দিনে পূর্ণ দিবস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৮৪,০০০/-	১৭,০০০/-	প্রতিঘন্টা ভ্যাট সহ ৮,৫০০/-

৮. মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নিম্নকারে অগ্রীম ভাড়া ভ্যাটসহ প্রদান সাপেক্ষে চলচ্চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শনের জন্য প্রজেক্টর ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে:

ক) ৩৫ মি.মি. প্রজেক্টর, প্রতি শিফট ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র + নির্ধারিত ভ্যাট

খ) ৩৫ মি.মি. প্রজেক্টর, পূর্ণদিবস, ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা মাত্র + নির্ধারিত ভ্যাট।

গ) ভিডিও প্রজেক্টর, প্রতি শিফট ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র+ নির্ধারিত ভ্যাট।

ঘ) ভিডিও প্রজেক্টর, পূর্ণদিবস, ৮.০০০/- (আট হাজার) টাকা মাত্র + নির্ধারিত ভ্যাট।

৯.আয়োজক সংস্থা/ সংগঠন নিম্নোক্ত বিদ্যুৎ ভাড়া ভ্যাটসহ পরিশোধ সাপেক্ষে বাইরে থেকে নিজ দায়িত্বে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কিলোওয়াট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোকসংযোগের ব্যবস্থা করতে পারবে:

ক) প্রতি শিফট ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র নির্ধারিত ভ্যাট।

খ) পূর্ণদিবস ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র নির্ধারিত ভ্যাট।

১০. প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য:

শীতাতপ সরবরাহ ও শব্দ প্রক্ষেপন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিম্নোক্তঅতিরিক্ত চার্জ{প্রতি ঘন্টা ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং নির্ধারিত ভ্যাট} ভ্যাটসহ নগদে পরিশোধ সাপেক্ষে মিলনায়তনে কাজ করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পূর্ব শিফট বরাদ্দ বা অন্য কোন কারণ না থাকে। তবে এজন্য ন্যূনতম ২ (দুই) ঘন্টার জন্য বরাদ্দ নিতে হবে।

১১. জামানত ফেরত নেয়ার পদ্ধতি:

অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কোন অংশ বা অন্য অন্য কোন কিছু ক্ষতি না হলে বা অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করা না হলে বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণ না থাকলে বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বরাবর আবেদনের পর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জামানতের অর্থ (আবেদন ফি হিসেবে জমাকৃত) দেয়া যেতে পারে। তবে আবেদনের পর ন্যূনতম ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের দাবী করা যাবে না।

১২. অতিরিক্ত সময় ব্যবহার পদ্ধতি ও তার ভাড়া:

বরাদ্দকৃত সময়ের অতিরিক্ত সময় (অনুষ্ঠানে আনীত মালামাল জাদুঘরের মূল ভবনের সামনের কাঠের দরজা দিয়ে সরিয়ে নেয়া পর্যন্ত সময়) মিলনায়তন ব্যবহার করলে ০১ (এক) মিনিট থেকে ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পর্যন্ত সময়কে অর্ধঘন্টা এবং ৩১ (একত্রিশ) মিনিট থেকে ৬০ (ষাট) মিনিট পর্যন্ত সময়কে পূর্ণঘন্টা হিসেবে চার্জ (প্রতিঘন্টা নির্ধরিত ভ্যাটসহ সাধারণ কার্যদিবসে প্রতি শিফটের জন্য প্রতিঘন্টা ৮,০০০/- টাকা, পূর্ণ দিবসের জন্য প্রতিঘন্টা ৫,৫০০/- টাকা এবং ছুটির দিন প্রতি শিফটের জন্য প্রতিঘন্টা ১১,৫০০/- টাকা, পূর্ণ দিবসের জন্য প্রতিঘন্টা ৮,৫০০/- টাকা) প্রদান করতে হবে। এজন্য বরাদ্দ গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধিকে অডিটরিয়াম শাখা ও নিরাপত্তা শাখার সময়-রেজিস্টারে সময় দেখে স্বাক্ষর করতে হবে। পরবর্তীতে অতিরিক্ত সময় সম্পর্কিত কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

১৩. জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের অনুষ্ঠানের ভাড়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার:

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহে কর্মরত গবেষক, লেখক ও শিল্পীদের উপযুক্ত অনুষ্ঠান বা প্রকাশনার ক্ষেত্রে মিলনায়তন বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি মহাপরিচালক বিবেচনা করতে পারবেন।

১৪. জাদুঘর হতে নিম্নোক্ত সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা হবে:

ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ মিলনায়তন (এন্ট্রান্সে প্রশস্ত লবি রয়েছে)।

খ) ৬৮০ টি দর্শক আসন (চেয়ার),

গ) বিদ্যুতের গ্রিড লাইনে বিচ্যুতি দেখা দিলে নিজস্ব জেনারেটরে বিদ্যুতের (আংশিক) ব্যবস্থা।

ঘ) ১৫ ফুট × ৩.৫ ফুট মাপের ব্যানার লাগানোর ১ টি ফ্রেম।

ঙ) রোস্ট্রাম/ পোডিয়াম ১টি, স্টেজ টেবিল ২ টি এবং স্টেজে কুশন চেয়ার ৬ টি।

চ) স্টেজের মাপ। দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

ছ) ১২. (বার) টি মাইক্রোফোনসহ সাউন্ড সিস্টেম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১২ (বার) টি মাইক্রোফোনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য অতিরিক্ত ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে পরিশোধ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) টি মাইক্রোফোন জাদুঘর হতে সরবরাহ করা যাবে (প্রক্রিয়াধীন)।

জ) মিলনায়তন থেকে মালামাল সরিয়ে নেয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় দেয়া হবে।

১৫. রমজান মাসে মিলনায়তন বরাদ্দের পদ্ধতি:

রমজান মাসে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারী ছুটির দিনে এবং বিকাল শিফট মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া যাবে না। তবে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১৬. কর্তৃপক্ষের দায়মুক্তি:

অনুষ্ঠান চলাকালীন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যান্ত্রিক (বিদ্যুৎ/ সাউন্ড বা অনুরূপ ক্ষেত্রে) ত্রুটি/ সমস্যা দেখা দিলে সেজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না এবং সেক্ষেত্রে ভাড়া ফেরত দেয়া যাবে না।

১৭. রেয়াতি ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদানের এখতিয়ার:

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন বিশেষ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে রেয়াতি ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় মিলনায়তন বরাদ্দ প্রদান করা হলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হতে তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

১৮. অনুষ্ঠানের অতিথি সম্পর্কে তথ্য প্রদান:

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সচিব, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব বা অনুরূপ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকলে অনুষ্ঠানের কমপক্ষে তিনদিন পূর্বে জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

১৯. সাধারণ নিয়ম:

ক. এই নীতিমালায় বিধৃত হয়নি, অথচ তা প্রয়োজনীয়, এমন কোন কিছু পরবর্তীতে উদঘাটিত হলে তা এই নীতিমালায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমোদনক্রমে সংযোজন, সংশোধন এ পরিমার্জন করা যাবে এবং তা যথাযথ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে।

খ.বরাদ্দ গ্রহীতা উপযুক্ত শর্তাদি নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবেন। প্রয়োজনবোধে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই জাদুঘর কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় মিলনায়তনের বরাদ্দ স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সে ক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতা কোন ওজর-আপত্তি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না। তবে সেক্ষেত্রে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বরাদ্দ গ্রহীতাকে ফেরত দেয়া হবে।

গ. নীতিমালার উপযুক্ত কোন শর্ত ভঙ্গ করা হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সমাপ্ত